বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস

World Telecommunication and Information Society Day

May 17, 2014

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

টেকসই উন্নয়নের জন্য ব্রডব্যান্ড

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
১৭ মে ২০১৪

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'World Telecommunication and Information Society Day (WTISD-2014) উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বায়নের বর্তমান যুগে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করেছে। এরই বদৌলতে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে মুহূর্তের মধ্যে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হচ্ছে। এ যেন এক বিস্ময়। তথ্যপ্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুফল বাংলাদেশের সব অঞ্চলের জনগণের মধ্যে পৌছে দিতে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে 'রূপকল্প-২০২১' ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে সংযুক্ত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। World Telecommunication and Information Society Day উদ্‌যাপনের এবারের প্রতিপাদ্য 'Broadband for Sustainable Development' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। দিবসটি পালনের মাধ্যমে তা আরও গতিশীলতা পাবে এবং সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানো সহজতর হবে।

আমি দিবসটি পালনে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান বিশ্বে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপকভিত্তিক প্রয়োগ-প্রসারের মাধ্যমে অর্থনীতিসহ বিশ্ববাজার ব্যবস্থায় প্রভূত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি এবং আইসিটির উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশবাসীর কাছে তথ্যপ্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ-সুবিধা পৌছে দেওয়ার জন্য বর্তমান সরকার বাস্তবানুগ নীতিমালা প্রণয়ন-প্রয়োগের মাধ্যমে তা নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর। অভিন্ন প্রেক্ষিতে World Telecommunication and Information Society Day (WTISD)-2014 উদ্‌যাপনের যে কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা-অভিনন্দন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি বিচিত্র আনুষ্ঠানিকতায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে যার প্রধান লক্ষ্য তথ্য ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে নিবিড় জনসচেতনতা সৃষ্টি। এ-বছর দিবসের প্রতিপাদ্য "Broadband for Sustainable Development" কালোপযোগিতার কথা চিন্তা করেই নির্ধারিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

কার্যক্রমের নিখুঁত বাস্তবায়ন এবং দেশের তথ্যপ্রযুক্তি-টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির অর্জনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধিও বর্তমান সরকার-ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রচেষ্টারই অংশ। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় যে-সব কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার সুফল ইতোমধ্যে মানুষের নাগাল-সীমায় পৌছতে শুরু করেছে। বলা প্রাসঙ্গিক, ইতোমধ্যে থ্রিজি মোবাইল-প্রযুক্তি প্রসারসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির নিকট আধুনিক টেলিকম সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। আইসিটি অবকাঠামো মজবুতকরণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড-সুবিধা সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে টেলিএকসেস এবং উন্নত টেলিডেনসিটি সম্প্রসারণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ-বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, অগ্রগতির চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে আমরা নির্ধারিত সময়সীমার আগেই রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হবো।

আবদুল লতিফ সিদ্দিকী এম.পি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার উষালগ্নে শস্য-শ্যামল এ মায়াময় দেশকে সোনার মানুষে ভরা সোনার বাংলা হিসেবে গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি টেলিকমিউনিকেশনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করতে দেশের অবহেলিত জনপদ দূর্গম পার্বত্য চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। জাতির জনকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ITU এর সদস্যপদ লাভ করে এবং তারই যোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০১১-১৪ মেয়াদে বাংলাদেশ ITU'র কাউন্সিলর পদে জয়লাভ করে।

ITU বিশ্বাস করে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে সর্বস্তরে ব্রডব্যান্ড সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব এবং এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের ১৪৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এ বছর ১৭ই মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে **"Broadband for Sustainable Development"** নির্ধারণ করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশে উদ্যোগঃ

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৪ এর প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান - বিটিআরসি, বিটিসিএল, টেলিটক, সাবমেরিন কেবল, টেশিস, কেবল শিল্প সংস্থা এবং অন্যান্য বেসরকারী মোবাইল অপারেটরসহ বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ১৭ মে, ২০১৪ উদ্‌যাপনের জন্য সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। সর্বসাধারণের মধ্যে বিষয়টির গুরুত্ব পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকার পরিবর্তে বিভাগীয় শহর খুলনায় অনুষ্ঠানটি পালিত হচ্ছে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে উক্ত দিবসটি পালন করার মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করছে। জাতীয় পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করাসহ ব্রডব্যান্ড সেবা সর্বসাধারণের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রদান করার জন্য ITU এর ন্যায় বাংলাদেশও জনসাধারণকে উৎসাহিত করছে।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ" - দেশের দারিদ্র বিমোচন, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়নের একটি আধুনিক দর্শন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Millennium Development Goals (MDG) বাস্তবায়নে ব্রডব্যান্ডের ভূমিকা

দারিদ্র ও ক্ষুধা দুরীকরণ	বিশ্ব ব্যাংকের এক জরিপে দেখানো হয়েছে যে ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশন ১০% বৃদ্ধিতে প্রায় ১.৩৮% GDP বৃদ্ধি পায়।
স্বার্বজনীন শিক্ষা	দ্রুতগতির ইন্টারনেটের মাধ্যমে অধিকতর সহজ ও আনন্দদায়ক পন্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান সম্ভব।
লিঙ্গ সমতায়ন	ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরী করে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব।
শিশু স্বাস্থ্য	শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নেও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিশেষ ভূমিকা পালন করছে যেমন: টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ, শিশু রোগের লক্ষণ ও উপশমসহ বিভিন্ন তথ্য জন সাধারণের মধ্যে স্বল্পমূল্যে পৌছানো।
মাতৃস্বাস্থ্য	টেলিমেডিসিন, ই-হেলথ্ এবং এম-হেলথ্ এর মাধ্যমে গর্ভকালীন মাতৃস্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিশেষ ভূমিকা রাখছে।
HIV/AIDS	ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করে সারা বিশ্বে HIV/AIDS সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
পরিবেশ	ব্রডব্যান্ড ও ICT ব্যবহার করে Smart Grid, Building, Transportation, Logistic ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যহারে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব।

দিবসটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

তথ্যভিত্তিক সমাজ গঠনের মূল বিষয় হলো যোগাযোগের ক্ষেত্রে সর্ব সাধারনের অধিকার নিশ্চিত করা। তথ্যের সুষম বন্টন ও তথ্য ভান্ডারে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার জনগণের ক্ষমতায়নে এবং উন্নয়ন-লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে ITU বিশেষভাবে অঙ্গিকারাবদ্ধ এবং ITU বিশ্বাস করে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে সর্বস্তরে ব্রডব্যান্ড সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। ITU তার সকল অংশিদারকে (নীতি প্রণেতা, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, অপারেটর এবং শিল্প উদ্যোক্তা) প্রতিপাদ্য অনুধাবন করে দিবসটি পালনের আহবান জানিয়েছেন। বিশ্ব টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য সংঘ দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপনের জন্য ITU সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

ব্রডব্যান্ডের উন্নয়নে সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ও সাফল্যঃ

- ৫টি মোবাইল অপারেটরকে 3G লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে মোবাইল ব্রডব্যান্ডের সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- সাবমেরিন কেবলের Bandwidth ক্যাপাসিটি ৪৪.৬ Gbps থেকে ২০০ Gbps এ উন্নীত করা হয়। এছাড়াও নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপনের জন্য ২য় সাবমেরিন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- জুন/২০০৮ থেকে এপ্রিল/২০১৪ পর্যন্ত ইন্টারনেট ডেনসিটি ১.০৩% হতে ২৬.৫৪% এ উন্নীত হয়েছে।

- মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম স্থাপন করার জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
- দেশজুড়ে ৬২ জেলায় প্রায় ২০ হাজার ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক কেবল বিদ্যমান। ইউনিয়ন পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ডে সুবিধা পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ITC লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে চলমান সাবমেরিন ক্যাবলের বিকল্প হিসেবে টেরিস্টোরিয়াল ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ্ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- Redundancy তৈরীকরণ এবং যে সমস্ত এলাকায় অপটিক্যাল ফাইবার মাটির নীচ দিয়ে স্থাপন করা সম্ভব নয় সেখানে PGCB এর Overhead অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- ইনফো সরকার প্রকল্পঃ এ প্রকল্পের আওতায় ব্রডব্যান্ড সেবার মাধ্যমে উপজেলা পর্যন্ত e-Governance সুবিধা পৌছানোর কাজ চলছে।

এবারের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৪ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় **"Broadband for Sustainable Development"** বাংলাদেশের জন্য খুবই যুগোপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
১৭ মে ২০১৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৭ মে ২০১৪ 'World Telecommunication and Information Society Day (WTISD)' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Broadband for Sustainable Development' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমরা জনগণকে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম। গত পাঁচ বছরে আমাদের সরকার সে অঙ্গীকার পূরণে অনেকটাই সফল হয়েছে। টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির সুফল দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌছে দিতে আওয়ামী লীগ সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রায়োগিক উৎকর্ষ সাধন, প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ এখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ইন্টারনেট ডেনসিটি বৃদ্ধি, সাবমেরিন কেবলের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, নতুন সাবমেরিন কেবল স্থাপনসহ টেলিযোগাযোগ খাতের সকল সেবা আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি বান্ধব নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ৯৯ ভাগ এলাকা এখন মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। মোবাইল ফোন গ্রাহকগণ উন্নত টেলিসেবা পাচ্ছেন। দেশে ৩-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। ৪-জি প্রযুক্তিও অচিরেই চালু করা হবে। টেলিডেনসিটি শতকরা ৭০ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

আমরা দেশের সকল উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি, সকল জেলায় "জেলা তথ্য বাতায়ন" এবং দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে "ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করেছি। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগকে দ্রুত ও সহজতর করা হয়েছে। এসকল উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক যোগাযোগসহ প্রতিটি খাতে অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, একটি বাস্তবতা।

আমি আশা করি 'World Telecommunication and Information Society Day' পালনের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনগণ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও অবহিত হবেন এবং এর সুফল ভোগ করবেন।

আমি দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছর ১৭ মে 'World Telecommunication and Information Society Day' অর্থাৎ 'বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। তথ্য ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও বৈশ্বিক উন্নয়নে তথ্য ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বাত্মক প্রয়োগই দিবসটির লক্ষ্য।

এ বছর International Telecommunication union (ITU) দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Broadband for Sustainable Development'। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্রডব্যান্ডের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সে প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। দেশ ও বিশ্বকে একই রেখায় দেখার সুযোগ করে দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি। এখন তথ্যপ্রযুক্তিতে যারা অগ্রসর তারাই উন্নয়নের মাইলস্টোন অতিক্রম করছে। প্রযুক্তির হাওয়া পৃথিবীকে করে তুলছে স্বপ্নময়। বর্তমান বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তথ্যপ্রযুক্তির নব নব রূপায়নে সমৃদ্ধ স্বদেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন টেকসই উন্নয়ন। তথ্য প্রযুক্তি কাঙ্খিত প্রয়োগের নিমিত্ত ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটির গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের বহুল ঘনবসতিপূর্ণ এই প্রিয় দেশটিকে যদি আমরা বিশ্বের উন্নয়নের সাথে খাপ খাইয়ে চালাতে না পারি, তাহলে এই ভূ-খন্ডের মানুষ অপরাপর দেশগুলো থেকে আরও পিছিয়ে যাবে। আমরা বুঝতে পারবো না আগামী দিনের ভাষা যা পরিচালিত হবে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে। তাই তথ্য প্রযুক্তিকে পাথেয় করে এখনই আগামীর বীজ বুনতে হবে।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস সফল হোক।

(জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি)

সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৮৬৫ সালের ১৭ই মে প্রথম আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে ITU'র প্রতিষ্ঠা হয়। দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বৎসর এ দিনেই ITU এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে "বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস" পালন করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রয়োগে সচেতনতা সৃষ্টিই দিবসটির উদ্দেশ্য। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো "Broadband for Sustainable Development"। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দিনটি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। জ্ঞানভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন, নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, সম্পদের সুষম বন্টন এবং রাষ্ট্রীয় মৌলিক সেবাসমূহ সর্বত্র পৌছে দেয়া অত্যন্ত অপরিহার্য। এজন্য তথ্যপ্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে সুশাসন ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দ্রুত ও সহজভাবে সরকারি সকল সেবা প্রদান, জনজীবন ব্যবস্থাপনাসহ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ তাই অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বছরের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি দিবসের প্রতিপাদ্যটি একটি স্থায়ী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের জন্য ব্রডব্যান্ড অবকাঠামোর উন্নয়ন ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে এনেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, জন-নিরাপত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী একটি কার্যকর ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবী। আশার বিষয় বিশ্বের এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাড়ে ১১ কোটির বেশি এবং প্রায় ৪ কোটি ব্যবহারকারী ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। সরকার দেশে মোবাইল এবং ফিক্সড দুই ধরনের ব্রডব্যান্ড সেবার জন্যই সুষ্ঠু অবকাঠামো গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ৫টি মোবাইল অপারেটরকে 3G লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তিনটি Broadband Wireless Access (BWA) অপারেটরকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ফিক্সড ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ISP কে Fixed Wimax সেবা প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়েছে। সারাদেশে ব্রডব্যান্ডকে সহজলভ্য করার জন্য ইতোমধ্যে সরকারের উদ্যোগে Backhaul Transmission চার্জ বহুলাংশে হ্রাস করা হয়েছে। একই সাথে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি উপজেলা এবং ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এসকল প্রকল্পের কাজ শেষ হলে দেশে একটি শক্তিশালী ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাকে আরও বেগবান করবে।

আমাদের প্রত্যাশা, বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ওতথ্য সংঘ দিবস -২০১৪ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী জনগণ, নীতিনির্ধারক, জন-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। আমি দিবসটি উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ আবুবকর সিদ্দিক

সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছর ১৭ মে International Telecommunication Union (ITU) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে World Telecommunication and Information Society Day" বা "বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস" পালন করা হয়ে থাকে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশে ১৭ মে দিবসটি পালিত হতে যাচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে- "Broadband for Sustainable Development"। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি দিবসটির লক্ষ্য।

এ বছরের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবসের প্রতিপাদ্যটি একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো তথা একসেস নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সার্বিক উন্নয়নে এর যথার্থ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে। উৎকৃষ্ট তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক এবং কার্যকর সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বাড়ানো যায়। ইন্টারনেট এর সহজলভ্যতা ও প্রসার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০০৯ সালেই বাংলাদেশ সরকার "জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা ২০০৯" প্রকাশ করেছে। ঐ নীতিমালার সুস্পষ্ট লক্ষ্য হলো একটি গণকেন্দ্রিক ও উন্নয়নকামী তথ্য-বহুল সমাজ সৃষ্টি করা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলার যে পরিকল্পনায় বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে সেখানে তথ্য প্রযুক্তির কৌশলগত উন্নয়নে এই ব্রডব্যান্ড নীতিমালার ইতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান।

পোস্ট ও টেলিকম বিভাগ সারা দেশে ব্রডব্যান্ড সুবিধা পৌছে দেয়ার জন্য একসেস নেটওয়ার্কের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে। আইসিটি বিভাগ ইনফো-সরকার-২ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল অফিসে ই-সেবা নিশ্চিত করার জন্য ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি দিচ্ছে। UISC এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত ইউনিয়ন পর্যন্তও পৌছে যাচ্ছে তথ্য সেবা কেন্দ্র। দেশে ইতোমধ্যে পাঁচটি মোবাইল অপারেটর 3G সিস্টেম চালু করেছে। মোবাইল ব্রডব্যান্ডের মাধ্যমে জনগণের সাথে অফিসের সংযোগ ই-সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। বর্তমানে দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারীর সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি ছাড়িয়েছে। তাছাড়া সবচেয়ে বেশি গতির ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য 4G LTE (Long Term Evoluation) চালুর ভবিষ্যত পরিকল্পনাও সরকার শীঘ্রই বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। সম্প্রতি সরকার ব্রডব্যান্ড সেবা সহজ লভ্য করার জন্য ব্যান্ডউইডথের দামও কমিয়েছে। ব্যাকহল মূল্য, ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও মোবাইল ইন্টারনেট মূল্য কমিয়ে এবং গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়ে উভয় পক্ষ লাভবান হতে পারে। একই সাথে বিপুল সংখ্যক ফ্রিল্যান্সারের বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ সুগম হতে পারে।

এ বছরের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস এর প্রতিপাদ্যের লক্ষ্য অর্জনের পথ হতে বাংলাদেশ মোটেও পিছিয়ে নেই। বরং বাংলাদেশ সে পথ